২৩-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : - তোমাদের, নিজেদের তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে, এই ভারতকে মায়া রাবণের থেকে উদ্ধার করতে হবে

প্রশ্ন : - যে বাচ্চারা দেহী - অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে, তারা কোন্ দুশ্চিন্তার থেকে মুক্ত হয়ে যায় ?

উত্তর : - এই যে পুরানো শরীরের কর্মভোগ, যা প্রতি মুহূর্তে নানাভাবে ভোগ করতে হয়, কর্মের হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হয়, এর দুশ্চিন্তা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায় কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে - এখন তো আমাদের পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করে কর্মাতীত হতে হবে । তখন অর্ধেক কল্পের জন্য কোনো প্রকারের রোগ আমাদের কাছে আর আসবে না । বাবা এমন ফার্স্ট - ক্লাস নেচার - কিওর করে দেন যে রোগের নামমাত্রও থাকে না ।

গীত : - তুমিই মাতা, পিতাও তুমি....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা পতিত - পাবন মাতা - পিতার সামনে বসে আছি । পতিত ভারতকে পবিত্র বানানোর জন্য আমরা শ্রীমতে চলছি, কারণ তোমরা বাচ্চারা এই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে সেবায় আছো । বাবাও এই একই সেবায় আছেন । বাচ্চারা তো এই কথা জানে যে, বরাবর ভারত পবিত্র ছিলো । এখন তা পতিত হয়েছে । পবিত্র দুনিয়া পাঁচ হাজার বছর আগে ছিলো । দুনিয়া এই কথা কিছুই জানে না । এখন বাচ্চারা তোমরা, বাবার শ্রীমতে চলে তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতের সেবা করছো । ভারতকে মায়া রাবণের শিকল মুক্ত করে রামরাজ্যের স্থাপন করছো । এ কথা তো তোমরা যে কোনো মানুষকেই বোঝাতে পারো । আমরা পতিত ভারতকে পবিত্র বানাতে এসেছি তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । এই পবিত্রতার উপরই ঝগড়া চলে । কোনো না কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় । ওদের হলো হিংসার লড়াই আর তোমাদের হলো রাবণ রূপী পাঁচ বিকারের সঙ্গে লড়াই । তোমরা এ কথাও জানো যে, কল্প - কল্প আমরা শ্রীমতে চলেছি । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের মতে চলছে । শ্রীমতে চলে তোমরা দৈবী মত সম্পন্ন দেবতা হও । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের । তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও । বেহদের বাবা আসেন বাচ্চাদের কাছে । বাচ্চারা বলে, আমরা তন - মন - ধন দিয়ে এই ভারতকে আবার দৈবী রাজ্য বানাই কেননা সত্যযুগের আদিতে ভারত রাজস্থান ছিলো । আমরা এখন আমাদের সেই দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি । যেমনভাবে কংগ্রেসরা একসাথে মিলে সাহায্য করেছিলো । বাপু গান্ধী জী তাঁর তন - মন এবং ধনের সাহায্যে সেবা করেছিলেন । জেলে যেতেন, এ তো শরীরেরই সেবা হলো, তাই না । মনও ওতেই লেগে ছিল । এখন তোমরা জানো যে, বাবা মায়া রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করেন । ইনি হলেন বেহদের বাবা আর উনি ছিলেন ভারতের বাপু জী । উনি সকলের বাপু ছিলেন না । এমনিতেই বয়স্ক মানুষকে বাপু জী বলা হয় । মেয়রকেও বাপু জী বলে । ফাদার্স তো অনেকই আছে । তোমাদের বাবা হলো একজন । দ্বিতীয় আর কেউই নেই । বেহদের বাপু হলেন একজন - শিববাবা, তিনি এখন এই ভারতকে পবিত্র বানাবার সেবায় উপস্থিত হয়েছেন । অবশ্যই তিনি কারোর শরীরেই এসেছিলেন । সাথে তো সাহায্যকারীও থাকবে । একা তো করবেন না । তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা । তোমাদের বোঝাতে খুব সহজ হবে । কংগ্রেসীরাও তো কতো সহ্য করেছিলো ।

অবলারাও জেলে গিয়েছিলো । পুরুষরাও অনেক কষ্ট করেছিলো । এখন মায়েরা, তোমাদেরও এই বিষের কারণে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয় ।

তোমরা বোঝাতে পারো যে, বাবা এসেছেন নতুন সৃষ্টির রচনা করতে । তাই প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ চাই । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তোমরা এখন, এরপর তোমরা দৈবী অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলী হও । এ কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বরাবর আমরাই বাবার সাথে সাহায্যকারী । শ্রীমত অনুযায়ী তো হাজার, লাখ মানুষকে চলতে হবে । বাপুরও অনেক বড় সেনা ছিলো । তাদের মধ্যেও কেউ নামীদামী, কেউ আবার সাধারণ । সেই বাপু ফিরিঙ্গিদের (ইংরেজ) থেকে উদ্ধার করেছিলেন । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শত্রু রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীমত দিচ্ছেন । তিনি যেমন বলছেন, আমরা তেমন স্বরাজ্য স্থাপন করছি । তাই প্রতি পদে শ্রীমত নিতে হবে । এই শ্রীমতেই আমরা শ্রেষ্ঠ হবো । প্রত্যেকেরই কর্ম বন্ধন তাদের নিজের - নিজের । কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । এখনও কর্মাতীত অবস্থা আসে নি । এখনো অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । কর্মাতীত অবস্থা এমনই যেখানে শরীরেরও কোনো দুঃখ থাকবে না । পুরানো শরীরের তো অন্ত পর্যন্ত দুঃখ হতেই থাকে । এমন নয় যে সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । কর্মভোগ তো শোধ করতেই হবে । যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা আসে ততক্ষণ মায়ার ঝড়, কর্মের হিসেব - নিকেশের ভোগ চলেই আসবে । এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না । বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা দেহী - অভিমানী হও । এই অক্ষর এখনকারই, যার গায়ন আছে । মানুষ তো জানেই না - এর অর্থ কি ? এখন তোমরা জানো যে -সোল কানসাস হলে তোমরা একা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে পারো । এখন সোল কানসাস হতে হবে । এই পুরুষার্থ করতে হবে -- আমি আত্মা, বাবাকে স্মরণ করছি । সর্বব্যাপী বললে আমরা কাকে স্মরণ করবো ? বাবা বুঝিয়েছেন, শান্তির জন্য কোথাও যেতে হবে না । কর্ম তো আমাদের করতেই হবে । অশরীরী হয়ে থাকতে হবে । আমরা আত্মা আর এই হলো আমাদের শরীর । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । আমরা কোনো বাজনা বাজাই না । ওই সন্ন্যাসী আদিরা তো হঠযোগ করে, প্রাণায়াম করে । তারপর তারা মাটির তলায় গর্তে গিয়েও অভ্যাস করে । এখানে হঠযোগের কোনো কথাই নেই । কেবলমাত্র এই জ্ঞানকে বুঝতে হবে । গড ফাদারের এই জ্ঞানকে কেউই জানে না । না হলে তারা বলে দেয় যে গড ফাদার সর্বব্যাপী । একেই বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান । তোমরা এখন বাবাকে জানো । সকলের বাবাই হলেন এক । তিনি এসেই এই সৃষ্টিকে পতিত থেকে পবিত্র করেন । তোমরা হলে সেই বাবার সাহায্যকারী । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে আবার পবিত্র দুনিয়ায় যাবে । সেখানে হলো পবিত্র দৈবী রাজত্ব । সেই পবিত্র দুনিয়ার জন্য তোমরা রাজযোগ শিখছো । তিনিই আবার টিচার হয়ে তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান দেন । যেই জ্ঞানে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা - রানী হতে পারো । গৃহস্থ জীবনে থেকেও এই অবস্থা তৈরী করতে হবে । তোমাদের তো কতো সহ্য করতে হয় । মার খাও, এই যজ্ঞে অসুরদের কতো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । বিকারের কারণে অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয় । কংগ্রেসীরা ওই জেলে যেতো আর তোমরা আবার কংস, জরাসন্ধের জেলে বদ্ধ আছো । কিছু তো সহ্য করতেই হয় । না হলে ভারতবাসীদের নিয়ম হলো ৬০ বছরের পরে বাণপ্রস্থ অবস্থাকে ধারণ করা । তখন সংসার জীবন ত্যাগ করে সংসারের চাবি বাচ্চাদের দিয়ে বলে, তোমরা সামলাও । সুপুত্ররা খুব ভালোভাবে তা সামলাতো । বাবা তাদের যত্ন করে বড় করেছে, এখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো তা সামলানো । তারা বলবে -- তোমরা সৎসঙ্গ আদি করো, আমরা এই সংসারের দেখভাল করবো । আজকালকার বাচ্চারাও শত্রু হয়ে গেছে ।

বাচ্চারা, তোমাদের যুদ্ধ মায়া রাবণের সঙ্গে । ওরা গান্ধীর মতে ফিরিঙ্গিদের থেকে উদ্ধার করেছিলেন ।

তোমাদের উপর মায়া রাবণ ২৫০০ বছর রাজত্ব করেছে । এই মায়া খুবই শক্তিশালী । ওদের তো উদ্ধার করতে ৪০ – ৫০ বছর লাগে । পরিশ্রম লাগে । এখানেও তোমরা শ্রীমতেই জয় পাও । রাবণ তোমাদের অনেক পুরানো শত্রু । তোমাদের গুলি করে এই মায়ার শত্রু । কাম হলো সবথেকে বড় বাম । এই মায়ার থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি । তাঁরই শ্রীমতে স্বরাজ্য স্থাপন করছি ২১ জন্মের জন্য । কংগ্রেসীরা স্বরাজ্য নিয়েছিলো অল্পকালের জন্য । সে কোনো স্বরাজ্য নয়, আরোই সমস্যা । তোমরা কিন্তু জানো যে, মৃগতৃষ্ণার সমান রাজ্য পেয়েছিলাম । কংগ্রেস কিভাবে হয়েছিলো সে কথা গীতা – ভাগবতে নেই । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, তারা কিছুই পায় নি । খুব অল্প কয়েকজন এম.পি, আদি হয়েছিলো,তাও অল্পকাল ক্ষণভঙ্গুর সময়ের জন্য । এখন তো সবাই দুঃখী । আমরা এখন স্বর্গের স্থাপনা করছি । এই ড্রামাতে বিজয় তো তোমাদের দ্বারাই নিহিত আছে । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো । তোমরা জানো যে, আমরা সূর্যবংশী হবো । বাবা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা সূর্যবংশী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো নাকি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য ? তখন বলে, আমরা সূর্যবংশীতে যাওয়ার জন্য করছি । মাম্মা – বাবা যারা বলে তারা তো অবশ্যই সূর্যবংশী হবে । একেই বলা হয় – ফলো ফাদার – মাদার । তিনি তো মাতা – পিতা, তাই না । এঁরা সূর্যবংশী মহারাজা – মহারাণী হয় । এ তো সবাই একশো প্রতিশত নিশ্চিত । মাতা – পিতাও তাঁর বাচ্চাদের বলেন, তোমাদেরও পুরুষার্থ করে হৃদয়াসনের অধিকারী হওয়া চাই । পুরুষার্থ করে তাঁদের অনুসরণ করা উচিত ।

কেউ যদি শুভ কথা কিছু বলে তাহলে বলা হয় -- আচ্ছা, তোমার মুখে গোলাপ । আরে, সূর্যবংশী হওয়া থোড়াই কম কথা । হীরে – জহরতে সাজানো কতো বড় মহল থাকবে । কতো উঁচু পদ । বিচার করলে রোমাঞ্চিত হতে হয় । বাবা আমাদের কতো উঁচু বানান । আমরা তো আগে কিছুই জানতাম না । গ্রামের ছোঁড়া – এই গায়ন তো আছেই । কৃষ্ণ কোনো গ্রামের ছোঁড়া ছিলো না । এখানে গ্রামের কতো এসেছে । গরীবদেরও অনেক সৌভাগ্য । সাহুকারদের তো হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি হলামই গরীবের ভগবান । তোমরা তো দেখতে পাও, কে কে আসে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য । তাই কেউ এলেই বলবে – আমরা ভারতের সেবায় আছি । আমরা তন – মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করি । তাই কোনো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তোমাদের চট্ করে মাফ করে দেবে । ওই গভর্নমেন্টের কাছে তো অনেক টাকা নষ্ট হয় । তোমাদের অর্থ তো ভারতকে উর্বর করে । এখানে কতো তফাত ? যাকেই বোঝাও না কেন, তারা চমকে যাবে, বলবে – আহা , এরা তো অনেক বড় সেবা করবে । এমনভাবে সেবা করো । তোমরা খুবই মিষ্টি স্বভাবের হও । সত্য সাহেবের কাছে সত্য হয়ে থাকতে হবে । এই সত্য সাহেবকে স্মরণও করতে হবে । সত্য খন্ডের মালিক যদি হতে চাও তাহলে সত্য বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করার অভ্যাস করো । প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও । এমন আর এখন কেউই নেই যাদের কলহ – ক্লেশ দূর হয়েছে । কিছু না কিছু অসুখ – বিসুখ হতেই থাকে । ওখানে তোমাদের কিছুই হবে না । বাবা এমনই নেচার কিওর করে দেন যে তোমরা কখনোই রোগী হবে না । ২১ জন্মের জন্য তোমরা নিরোগী হয়ে যাও । তাই এমন নেশায় থাকা উচিত । তফাত বোঝো – পাণ্ডবরা কি করেছিলো আর কৌরবরা কি করেছিলো

। ওই বাপু জী কি করেছিলো আর এই বেহদের বাপু জী কি করছে ? বাবা তোমাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন । সেই বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । ইনি হলেন একাধারে বাবা, টিচার আর সদ্গুরুও । আমাদের মাথায় জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে । এর থেকে পবিত্র হওয়ার একটাই উপায় । ওই গঙ্গা জল কাউকেই পবিত্র করতে পারে না । এই বাবার স্মরণই পবিত্র করে আমাদের । এমন নয় যে নিষ্ঠা সহকারে বসতে হবে । হ্যাঁ, বসাও খুবই ভালো । একে অপরের শক্তিতে বসে থাকতে পারবে । বাবা কিন্তু বলেন - যেভাবেই বসো না কেন, স্মরণ তো চলতে - ফিরতে, কার্য করেও করতে হবে । ওই স্কুলেও টিচার যখন পড়ায় তখন স্টুডেন্টরা তো অবশ্যই টিচারকে মনে করে । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা বসে যাওয়া উচিত যে, আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন । এমন কেউই নেই যারা এই বাবা - টিচারকে স্মরণ করবে না । তোমরা জানো যে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে তাই সদ্গুরুকে তো স্মরণ করতেই হবে । তোমরা সবাইকে আশ্চর্যের কথা শোনাও । আমাদের বাবা - টিচার - সদ্গুরু হলেন সত্য বাবা - সত্য টিচার এবং সত্য সদ্গুরু । সত্য সঙ্গই উদ্ধার করে, অর্থাৎ মুক্তি - জীবন মুক্তিতে নিয়ে যায় । এই পুরানো দুনিয়া থেকে সবাই ফিরে যাবে । আবার এসে নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে । এ হলো তোমাদের দৌড় প্রতিযোগিতা - বেহদের ঘোড়দৌড় । সবাই বলে, আমরা যেন প্রথমে পৌঁছাই, তাই স্মরণ তো করতেই হবে । স্টুডেন্টকে দৌড় করানো হয় । যত পুরুষার্থ করবে ততই বিজয় মালায় গ্রথিত হবে । আচ্ছা ।

মাতা - পিতা, বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি হৃদয় থেকে ভালোবাসার স্মরণ । তোমরা খুবই প্রিয় এবং সুন্দর হও । আমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম আবার আমরাই পূজ্য দু কলা কম পূজ্য ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশী হয়েছি । তারপর আমরা পূজারী বৈশ্য বংশী, শূদ্র বংশী হয়েছি । এখন আমরা আবার শ্রীমতে চলে পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছি । এই চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে হবে । আচ্ছা - রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভারতের সমৃদ্ধির জন্যও নিজের তন - মন এবং ধনকে সফল করতে হবে । খুবই মিষ্টি হয়ে সেবা করতে হবে । সত্য খণ্ড স্থাপনা করার জন্য স্বচ্ছ হতে হবে ।

২) বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য স্মরণের দৌড় করতে হবে । চলতে - ফিরতে, কার্য করাকালীন বাবা - টিচার - সদ্গুরুকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান : - ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশের দ্বারা বিঘ্ন - বিনাশক হয়ে প্রকৃত সেবাধারী ভব

বাবার যেমন অনেক বড় টাইটেল হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট । এমনিতে বাচ্চারাও ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট অর্থাৎ তারাও সেবাধারী । সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগী আর তপস্বী । ত্যাগ আর তপস্যা যেখানে আছে সেখানে ভাগ্যকে তো তার সামনে দাসীর মতো আসতেই হবে । সেবাধারীরা হলো দাতা, গ্রহীতা নয় তাই সদা নির্বিঘ্ন থাকে । তাই সেবাধারী মনে করে ত্যাগ আর তপস্যার পরিবেশ তৈরী করলে সদা বিঘ্ন বিনাশক থাকতে পারবে ।

স্লোগান : - যে কোনো পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার সাধন হলো - স্ব স্থিতির শক্তি ।